بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৪ নভেম্বর ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সম্মান লাভ করলো লাজনা ইমাইল্লাহ্ সুইডেনের ন্যাশনাল আমেলা

২০ নভেম্বর ২০২১, লাজনা ইমাইল্লাহ্ (আহমদী মুসলিম নারীদের অঙ্গ-সংগঠন) সুইডেনের ন্যাশনাল আমেলার (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ) সাথে এক ভার্চুয়াল অনলাইন সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে এমটিএ স্টুডিও থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর আমেলা সদস্যাগণ সুইডেনের গথেনবার্গে অবস্থিত নাসির মসজিদে মহিলাদের নামাযের হল থেকে যোগদান করেন।

সভায় হুযূর আকদাস সকল অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে কথা বলেন এবং লাজনা আমেলা সদস্যাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন এবং তাদের নিজ নিজ বিভাগীয় কর্মকাণ্ডের উন্নতির জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

জেনারেল সেক্রেটারির সাথে কথা বলতে গিয়ে, রিপোর্টসমূহ যেন দ্রুত প্রস্তুত করা হয় এবং তার ওপর প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনামূলক মন্তব্য যেন প্রদান করা হয়, তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন হুযূর আকদাস। হুযূর আকদাস বলেন যে, প্রতিটি রিপোর্ট সঠিক এবং যথাযথ হওয়া উচিত, এবং তার মধ্যে অতিরঞ্জনের কোন অংশ থাকা উচিত নয়।

সভা চলাকালীন, হুযূর আকদাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর *আল্ ওসীয়্যত* বইটি পড়তে উৎসাহিত করার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। হুযূর আকদাস বলেন যে, এটি এত ঘনঘন পড়া উচিত। এটির উদ্ধৃতিসমূহ যেন মুখস্থ হয়ে যায় এবং যখন একবার মানুষ এ বইটি সম্পর্কে এত ভালোভাবে অবহিত হবেন, তখন তারা এর ওপর আমল করতে শুরু করবেন।

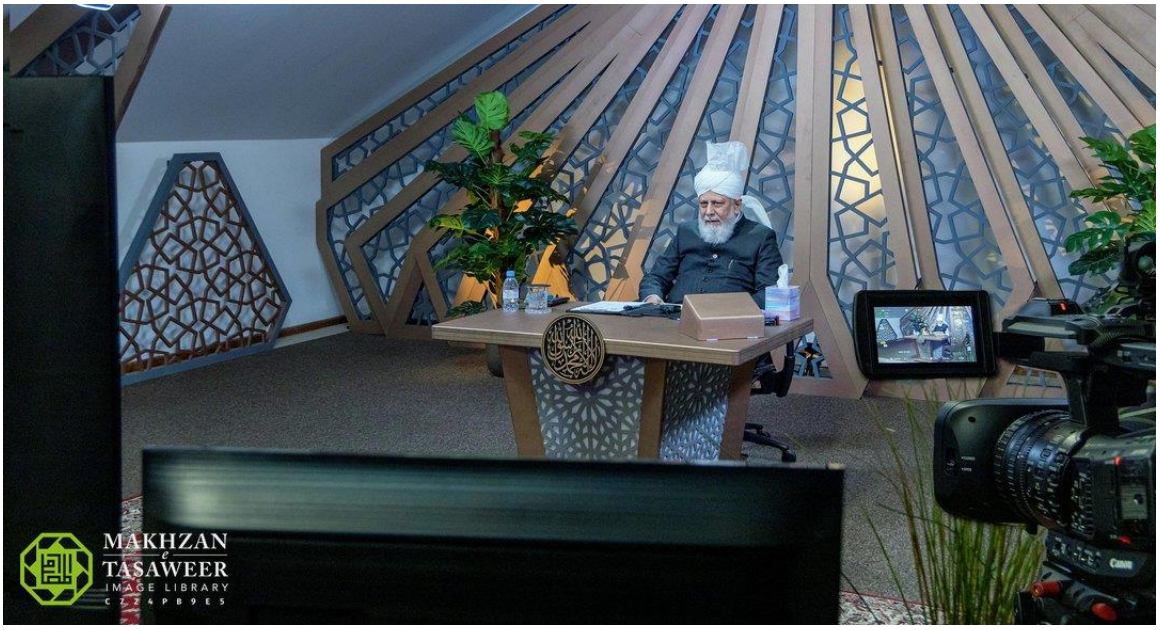

আল্ ওসীয়্যত বইটি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"*আল্ ওসীয়্যত* বইটিতে সমস্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে — মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের কারণসমূহ, খিলাফতের উদ্দেশ্য এবং এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব। ধার্মিকতা এবং খোদাভীরুতার (তাক্ওয়া) বিষয়টিও এতে আলোচিত হয়েছে।"

সেক্রেটারি তরবিয়ত হিজাব পরার বিষয়ে হুযূর আকদাসের দিকনির্দেশনা কামনা করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"হিজাব পরার বিষয়ে যে আদেশ তা এমন কোন নির্দেশনা নয় যা আমি বা অন্য কোন ব্যক্তি প্রদান করেছেন, বরং এটি পবিত্র কুরআনের একটি আদেশ। নামায পড়া, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা, অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাস রাখা, হিজাব পরা, রোযা রাখা, সকল নবীর ওপর বিশ্বাস রাখা, এই সবগুলিই পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশাবলী। তরবিয়ত বিভাগের ওপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত যে, তারা যেন মানুষকে পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলী অনুধাবন এবং এর ওপর আমল করতে সহায়তা করে।"

হুযূর আকদাস অর্থনৈতিক বিষয়াদির নিরীক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত সেক্রেটারি মুহাসিবাকে বলেন যে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চেক করা উচিত যে, ব্যয়সমূহ সঠিকভাবে করা হচ্ছে, যেন লাজনা ইমাইল্লাহ্র তহবিলসমূহ যথাযথভাবে কাজে লাগে এবং এর উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণ হয়।

হুযূর আকদাস ১২ বছরের উপরের বয়সের নাসেরাত এবং স্বল্প-বয়স্কা লাজনা ইমাইল্লাহ্ সদস্যাদের ধর্মীয় এবং শিক্ষাগত চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখার গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যদি বারো থেকে পনেরো বছর বয়সী মেয়েদের মধ্যে আপনারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে ঐতিহ্যকে অনুসরণ করার এবং হিজাব ও শালীন পোশাক পরার দৃঢ় অভ্যাস গড়ে দিতে পারেন, আর তারা যদি জানতে পারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কী, এর ঐতিহ্য এবং এর বিশ্বাস আর আমরা কেন আহমদী মুসলমান, ধর্ম কী, ইসলাম এবং কুরআন আমাদেরকে কী শিক্ষা দেয় এবং এর ওপর আমরা কীভাবে আমল করতে পারি; যদি এই বয়সে তারা এই সবকিছুর ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে তারা তাদের পরিণত বয়সেও এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।"

শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্যকর জীবন ধারণের বিষয়ে উৎসাহিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত সেক্রেটারি সেহতে জিসমানীর সাথে কথা বলতে গিয়ে হুযূর আকদাস বলেন যে, এ বিভাগের নিশ্চিত করা উচিত লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদস্যাগণ যেন নিয়মিত ব্যায়াম করেন, আর আমেলা সদস্যাদের দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়া উচিত, আর তাদের নিয়মিত দুই থেকে তিন মাইল হাঁটা উচিত।

যারা বিয়ের জন্য জোড়া খুঁজছেন তারা যেন পার্থিব বিষয়াদির ওপর ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে তা করেন, তা নিশ্চিত করার বিষয়ে আমেলার একজন সদস্যা হুযূর আকদাসের পরামর্শ চান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"উন্নত মানের নৈতিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। তরবিয়ত বিভাগের উচিত যুবতী মেয়েদের এবং তাদের মায়েদের নৈতিক পথ প্রদর্শন করা যেন তারা তাদের ধর্মবিশ্বাসকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দান করেন। অনুরূপভাবে, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উচিত যুবকদের পথ প্রদর্শন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেন তারাও তাদের ধর্মবিশ্বাসকে অগ্রগণ্য করেন। তাদের ভাল শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের বিষয়েও মনোযোগী হওয়া উচিত। এমন নয় যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, আপনাদের কেবল নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষাতেই উৎকর্ষ অর্জন করতে হবে। বরং আপনাদের উচিত দুনিয়ার (অর্থাৎ, পার্থিব শিক্ষার) বিষয়েও মনোযোগী হওয়া। তবে, দুনিয়াকে প্রাধান্য দিবেন না। আপনাদের ধর্মবিশ্বাসকে প্রাধান্য দিন। তাদের ভালো চাকরিও থাকা উচিত, কিন্তু এর পাশাপাশি তাদের ধার্মিক হওয়া উচিত আর তাদের নামাযে নিয়মিত হওয়া উচিত এবং তাদের ধর্মের বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত, আর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাথে তাদের সম্পৃক্ত হওয়া উচিত। এটি হলো সেই মান যা কোন পাত্রের থাকা উচিত। আর এটি মায়েদের দায়িত্বের অংশ যে, তারাও যেন তাদের সন্তানদের নৈতিক প্রশিক্ষণ এভাবে প্রদান করেন।"

হুযূর আকদাসকে এ বিষয়েও প্রশ্ন করা হয় যে, মায়েদের তাদের সন্তানদের বন্ধুত্বের বিষয়ে কীভাবে ভারসাম্য রক্ষা করা উচিত, যেন তারা কেবলমাত্র অমুসলিম শিশুদের বন্ধু না হয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমাদের (আহমদী মুসলমান) শিশুদের সকল শিশুর সাথে খেলা খেলাধুলা করা উচিত (কেবল মুসলমানদের সাথে নয়)। আপনাদের সন্তানদের বলুন যে, যদিও সে মুসলমান, তাকে মানুষের সঙ্গে বসবাস করতে হবে এবং তাদের

সকলের সাথে মেলামেশা এবং খেলাধুলা করতে হবে। ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে এখানে কোনো পার্থক্য করার প্রয়োজন নেই। ... একই সাথে, শিশুর মনে আপনাদের এটি গেঁথে দিতে হবে যে, সে মুসলমান এবং একজন মুসলমান হিসেবে এটি আমাদের দায়িত্ব যেন আমরা সেই সকল বিষয়ের জন্য আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকি যা তিনি আমাদের দান করেছেন। যদি অন্য কেউ তা না করেন, তবে সেটি তাদের সাথে আল্লাহ্‌র বিষয়। তবে আমরা আহমদী মুসলমান এবং আমাদের উত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করতে হবে। আমাদের শিশুদের তাদের বন্ধুদের জানানো উচিত যে, তারা একত্রে খেলাধুলা এবং পড়াশোনা করতে পারবে, তবে যখন নামাযের সময় হবে তখন তাদের নামায পড়তে হবে, আর তারপর যখন নামায শেষ হয়ে যাবে তখন তারা আবার তাদের বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে পারবে। তাদের বন্ধুদের ওপরও এর ভালো প্রভাব পড়বে। সুতরাং, এভাবে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, আমাদের সন্তানদের মনে, আহমদী মুসলমান হিসেবে, তাদের নিজেদের মর্যাদা ও তাৎপর্য সম্পর্কে যেন এক উপলব্ধি জাগ্রত হয়।"